অশ্রুমালা।

প্রেমের আলোকে ভূত ও
ভবিষ্য জীবনের
ছায়া-দর্শন।

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য
পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোক ক্ষোভে চ হৃদয়ং
প্রলাপৈ রেব ধার্য্যতে॥"
ভবভূতিঃ।

শ্রীঅঘোরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

১৮৯নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
শ্রীউমাচরণ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০১।

উপহার

কাঁদি নিশিদিন তোমারি কারণ,
ফুলিয়াছে আঁখি ঝরিয়া ঝরিয়া।
হৃদি মাঝে শুধু জাগে নিরন্তর
মূরতি তোমার—কিছু নাহি আর।
শুনিয়াছি এবে বাস কর যথা
শুধু আঁখি নীর পশে সেই পুরে।
তাই একে একে পরম যতনে
ল'য়ে অশ্রুবিন্দু গাঁথি এই মালা—
বড সাধ মনে পরাব তোমায়;
শোকসূত্রে গাঁথা মালা সুকোমল—
বাজিবে না, প্রিয়ে, পর তুমি গলে।



ভূমিকা।

এজন্মে যাহাকে আর কখন দেখিতে পাইব না, যাহাকে স্মরণ করিলে এখনও প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেই প্রাণসমা পত্নীর স্মরণার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিলাম। আমি জানি মনুষ্য-কৃত কিছুই চিরস্থায়ী হয় না—কিন্তু কি করি, মন বুঝে না; তাই লিখিলাম। ইহাতে মন শোকের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যে স্থানে গিয়া উপনীত হয় সেই স্থানের যে অপরিস্ফুট ছায়া দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি। যে কাঁদে, সে আপনার মনেই কাঁদে—মনে যাহা আসে, তাহাই বলে। অশ্রু দেখিয়া সকলেরই দয়া হয়। এইজন্য তাহার কথায় কেহই বিরক্ত হয় না; আর যাহাদের হৃদয় আছে তাহারা তার জন্য প্রকাশ্যে নাই হউক, অন্তরে অন্তরে কাঁদে। ভগবন্! যাঁহারা আমার দুঃখ দেখিয়া কাঁদেন, তাঁহারা ত আমার কেহ নন, তবে তাঁহারা কাঁদেন কেন? "সকলি আপন, কেহ নহে পর" একথা হৃদয় বুঝে—তাই কাঁদে। যাহাদের হৃদয় নাই, তাহারা বুঝে না—কাঁদেও না। আজি বুঝে না, দুইদিন পরে যখন হৃদয়ের বিকাশ হইবে, তখন বুঝিবে। আমি জানি আমার মত অনেকের কপাল ভাঙ্গে; অনেকে আমার মত দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়। যদি এই পুস্তক পাঠে কাহারও সেই যন্ত্রণার কিছুমাত্রও লাঘব হয়, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

শ্রী:—

অশ্রুমালা

হৃদয় পিঞ্জর করিয়ে আঁধার
আমার সাধের পাখী গেছে উড়ে।
সারাদিন তারে খুঁজে হই সারা
কোথাও তাহার দেখা নাহি পাই।
যার কাছে যাই ফিরে নাহি চায়,
দয়া ক'রে কেহ কথা নাহি কয়।
যেন সবে মিলে ছলিতে আমায়
লুকায়ে রেখেছে পাখিটী আমার।
লুকাইয়ে আর কেন দাও ফাঁকি,
দাও, ফিরে দাও প্রেয়সী আমার।
কিন্তু বল কথা কহি কার সনে?
অরণ্যে রোদন—কেহ নাহি শোনে।

কোথা আছ, প্রিয়ে, দেখা দাও মোরে,
কাতরে তোমারে ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
অন্যে যেন পর, পরের বেদনা,
পরের যাতনা বুঝেও বুঝে না;
কিন্তু তুমি মম হৃদয়ের ধন—
হৃদয়ের কিছু না আছে গোপন—
জানত সকলি, তবে কেন বল
পাষাণীর মত রও বিধুমুখি ?

কেমনে বলিব ভুলেছ আমায়,
কেমনে সম্ভব—অই দেখ চেয়ে,
শবদেহ তব ভূমে অচেতন।
কালের কালিমা ঘেরেছে বদনে
সুধাংশু মলিন যথা রাহু সনে;
জড়তাজড়িত চারু অঙ্গ তব
ভুলেনি এখনো জীবন ব্যাপার।
তাই অলক্ষিতে বারে বারে যেন
আলিঙ্গন আশে হয় আগুয়ান।

পিপাসিত আঁখি নেহারিতে চায়
কালের পীড়নে দৃষ্টিহীন হায়।
তাই বুঝি এবে অবিরাম ধারে
ভাসায়ে কপোল অশ্রু বহি যায়।
যন্ত্রী তুমি ছাড়ি গেছ কোথা চ'লে
যন্ত্র প'ড়ে তব নীরব, বিকল।
বেঁধেছিলে যেই সুরে দেহ যন্ত্র
অই শোন শোন, যায়নি এখনো,
বাজিতেছে কানে মধুর নিক্কনে।
লোকে যে কেবল দেখে তব শব
তাদের চোখের দেখা সে কেবল।
হৃদয়ের আঁখি না দিয়া দেখিলে
কেমনে বুঝিবে হৃদয় কাহিনী?
জড় দেহ তব ভুলিতে না চায়,
পাশরিবে তবে কেমনে বলনা
দেহের স্বামিনী, তুমি আদরিণি।

ধরামাঝে কিছু ক্ষয় নাহি হয়

জড় হয় যেই জড়েতে মিশায়।
কিন্তু দেখ কিবা বিধির নিয়ম
সম ধর্ম্ম জড়ে জড়ের মিলন।
শক্তি যবে ছাড়ি যায় দেহ নীড়,
সমশক্তি সহ মিশিবারে চায়।
ভক্তি, দয়া, ধর্ম্ম শক্তির সম্বল,
তাহে দৃঢ় গাঁথা পূর্ব্ব কর্ম্মফল,
জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা বিজড়িত তায়।
ভালবাসা রথী, বাসনা সারথি,
কর্ম্মফল হয় যোড়া আছে তায়;
শক্তিরথ চলে অবিরাম গতি।
যে বাসিত ভাল ধায় তার পানে।
তাই বুঝি যার ভেঙ্গেছে কপাল
হেরে প্রিয়াছবি নিয়ত অন্তরে।
কিন্তু বাহ্যজ্ঞান নিঠুর, নির্ম্মম
টানি মন আঁখি বাহিরে ফিরায়।
প্রাণে লাগে ব্যথা, কাঁপয়ে হৃদয়,
কোথায় প্রকৃতি অমনি লুকায়।

যবে অভাগার মন আঁখি পুন
ধায় হিয়া পানে, হৃদয়ের পটে
মোহিনী মূরতি দেয় দরশন।

এইত শুনেছি বিজ্ঞান বচন
সবে এই সত্য ঘোষে দেশে দেশে ;
এই সত্য গাঁথা হৃদি স্তরে স্তরে—
হৃদয়ের কথা কভু মিথ্যা নয়।
তবে কেন, প্রিয়ে, হেন নিরদয়
মম প্রতি ? ডাকি বার বার, এস
একবার ভাঙ্গা হৃদয়ে আমার।
হৃদয়ের ক্ষত পূরিবে এখনি,
মিটিবে পিয়াসা হেরি প্রাণভরে
তোমারে অন্তরে। যদি বল তুমি
"বিধি পাঠায়েছে আমারে যেখানে
নাহি রূপ সেথা, ইন্দ্রিয় নিচয়
পশে না সে পুরে—তাই ভাবি পাছে
আসিলে নিকটে চিনিতে না পার"

চিত্তপটে আঁকা মূরতি তোমার
আসি তাহে প্রাণ দাও, প্রাণেশ্বরি,
হাসিবে, তুষিবে—তুষিতে যেমতি
অভাগারে তুমি প্রেম আলাপনে।
ছায়া ছায়া শুধু লোকে এই কয়,
কার্য্যে দেখ কিন্তু ভিন্ন পরিচয়।
ছায়া ধ'রে রাখে অণু রাশি রাশি,
আলোকে আঁধারে মিশাইয়ে তাই
ছায়া চিত্র করে চারু চিত্র তোলে।

এস, তুমি, এস হৃদয়ে আমার
তোমা বিনা হেরি সকলি আঁধার।
এত ডাকি তবু হয় নাকি দয়া।
কি করিলে, বিধি, কেন হ'লো হেন।
বাল্যকালে, প্রিয়ে, ছিলে কত সুখে,
সারাদিন কত খেলিতে হরষে।
ছিলে সকলের আদরের ধন,
সুখের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে

কতই হাসিতে, হাসাতে, তুষিতে।
ছিল না ভাবনা, ছিলনাক আশা,
স্নেহের পুত্তলী ছিলে প্রাণেশ্বরি।
যবে পুণ্য দিনে প্রজাপতি দোঁহে
মিলাইল, হায়, ভেবে ছিলে, ধনি,
কত সুখী হবে মিলি মোর সনে।
পোড়া ভাগ্য দোষে সে সুখ স্বপন
স্বপনে হইল শেষ. হ'লো বিধি
বাম, সুখভাণু গেল অস্তাচলে;
দুখ অমানিশি ঘেরিল চৌদিকে;
বিঘ্নের তরঙ্গ উঠিল গরজি;
নিরাশার বায়ু বহিল সঘনে;
দেহ তরী তব টলিল তুফানে।
কড় কড় নাদে সুদূর অম্বরে
নাদিল ভৈরবে কাল মেঘ, ভয়ে
আশাপাখী নীড়ে লুকাইল; হাল
ধরিনু তরাসে-বাঁধিনু যে তাহে
কতই যতনে বাখানিতে নারি;

বল ধৈর্য্য দোঁহে রাখিলাম দাঁড়ী ;
জল, স্থল আর মরুত আকাশ
কাঁপাইয়া সবে হুঙ্কারিল কাল ;
ছিঁড়িল বুদ্ধির পাল ঘোর রবে ;
বাঁধাছিল তায় সাহসের দড়ি,
অতুল বিক্রমে টুটিল তাহায়।
দাঁড়ি দোঁহে ভয়ে কাঁপি থর থর
ছাড়ি দিল দাঁড়—ছাড়িলাম হাল।
"কোথা আছ, নাথ, এস এ সময়,
বিপন্ন তোমার অধম তনয় ;
কাড়ি লয় কাল প্রাণপ্রিয়া মোর,
করুণা কটাক্ষে হের গুণমণি,
নিবার তাহায়"—এতেক বলিয়া,
কত যে কাঁদিনু করিয়া মিনতি,
ভাগ্যদোষে হ'লো সকলি বিফল।
দুষ্ট প্রভঞ্জন হ'লো বৈরী তায়,
ঘোর হুহুঙ্কারে চাপিল রোদন ;
তরাসে তরণী ডুবিল, উঠিল,

ডুবিল আবার—সব ফুরাইল।
মোহ আসি মোর নিল জ্ঞান হরি,
অচেতন দেহ পড়িল ভূতলে।
উঠিল চৌদিকে রোদনের রোল,
পশুপক্ষী নর কাঁদিল সকলে।

কত ক্ষণে, হায়, জানি না জানি না
মোহ গেল ছাড়ি—ভয় শোক দোঁহে
পীড়িল মরমে—শূন্য হিয়া মম
শূন্য প্রতিবিম্ব হেরিল চৌদিকে।

ভাবিনু তখন কেহ না আপন,
এ ভব সংসার মায়া নিকেতন।
সুখ, দুঃখ, শোক কিছু নাহি মানে,
মায়া খেলে খেলা আপনার মনে।
পতি, পত্নী, সুত, জনক, জননী
কভু বা সোদর, কভু বা ভগিনী;
নানাবিধ সাজে সাজাইয়ে নরে;

হাঁসায়, কাঁদায়-কাঁদায়, হাসায় ;
কভু হাতে দেয় গগনের চাঁদ,
কভূ বা ডুবায় শোক সিন্ধু নীরে ;
কুসুমকোমল ভাল বাসা, আশা,
দয়া, সুখ, দুঃখ, বিচ্ছেদ, মিলন,
ঘৃণা, হিংসা, দ্বেষ, নৈরাশ্য ভীষণ,
ক্রোধ, লজ্জা, ভয়-দৃশ্য অগণন
মোহ চক্রে তুলি দেখায় মানবে,
ছায়া বাজি মত নিয়ত ঘুরায়।
ছায়া দেখি ভুলে মূঢ়মতি নর,
ছায়াদেশে ছলে ছায়ার কিঙ্কর।

কিন্তু পরক্ষণে উপজিল মনে
এ ভাবনা ভাবি শুধু শিক্ষা গুণে।
পুষি শুক পাখী পিঞ্জরেতে রাখি
"রাধাকৃষ্ণ" নাম শুনাও তাহায়।
শুনিতে শুনিতে সে শিখিবে বুলি,
গায়িবে নাচিবে গ্রীবা খানি তুলি।

"রাধাকৃষ্ণ' বুলি বলিলে তাহারে
রাখিবে সকলে পরম আদরে।
তাই "রাধাকৃষ্ণ" পড়ে অনুক্ষণ,
অন্য ভাব পাখী কিছু নাহি জানে।
তেমতি আমার ভাবনা উদয়,
বিশ্বাসি নিয়ত যাহা সত্য নয়।
কে শিখাল "ভবে কেহ না আপন"
জানে না সে জন প্রণয় কেমন।
প্রণয়েতে বাঁধা বিশ্ব চরাচার,
সকলি আপন, কেহ নহে পর।
স্মৃতির কবাট খুলিয়া যতনে
দেখ দেখি তব প্রিয় কোন জন।
যার শোকে এবে বিদরিছে হিয়া,
যে ছিল তোমার সুখ প্রস্রবণ,
যার তরে প্রাণ কাঁদে দিবানিশি,
ভাবি দেখ সেই প্রাণের প্রেয়সী
কে ছিল তোমার—কোথা বা আছিল ?
বিবাহের আগে চিনিতে কি তারে ?

অথবা কভু কি ভেবেছিলে মনে
হৃদয় কাঁদিবে তাহার কারণে,
শোকাবেগে হবে পাগলের পারা ?
"কুহকিনী মায়া মোহের চাকায়
তুলি জীবগণে নিয়ত ঘুরায়"।
কেন যে ঘুরায় দেখ আঁখি মেলি
বুঝিবে তখন মায়ার ছলনা।
মিথ্যা ছাড়ি সত্য, পুণ্য ছাড়ি পাপ,
অথবা আলোক ত্যজিয়া আঁধারে,
পার কি কভু করিতে ভাবনা ?
তাই নানামতে স্নেহময়ী মায়া
রচি দৃশ্যপট পরম যতনে
দেখান তোমায়—দেখিতে দেখিতে
জ্ঞান আঁখি তব হয় উন্মীলিত।

হের এক বস্তু ধরি নানা সাজ
জগতে নিয়ত করিছে বিহার।
সকলেই এক, কেহ নহে পর ;

পর ভাব যায় হ'লে জ্ঞানোদয় ;
প্রণয়ের উৎস উথলে হৃদয়ে ;
স্রোতে ভেসে যায় বিশ্বচরাচর।
বুঝি সেই ক্ষণ সকলি আমার।

এইরূপে যবে বিশ্বের ভাবনা
ভাবি মনে মনে একাকী বসিয়া,
হয় প্রতিক্ষণ আশার সঞ্চার
"সেত আমা ছাড়া কখন হবে না" ;
ক্ষণেকে আবার যায় সব ভুলি।

কোথা আছ, প্রিয়ে, দেখা দাও মোরে
পারি না বহিতে আর শোক ভার।
তোমার বিরহে আধপ্রাণ দেহে
কত ভার আর সহিব বল না।
আমি নহে একা, আমা মত কত
অভাগার, হায়, ভাঙ্গেত কপাল।

দেখেছি তাদের হৃদয়েতে যবে
বিরহ অনল জ্বলে ধিকি ধিকি,
তার ধূমরাশি নয়নেতে মিশি
অশ্রুধারা হয়ে কপোল ভাসায় ;
কভু কণ্ঠদ্বার খুলিয়া দাপটে
তুলে শত শত ক্রন্দনের রোল ;
কভু স্তূপাকারে প্রবেশিয়া শিরে
একেবারে করে পাগলের প্রায় ;
হৃদয়ে সঘনে যেন বজ্র হানে
তাই বুঝি বুক যেন ফেটে যায় ;
শরীরের কল করিয়ে বিকল
অনলের কণা চৌদিকে ছড়ায়।
কিন্তু বিধাতার বিচিত্র বিধানে
শ্লেষ্মার তরঙ্গ দেহমাঝে খেলে,
নিবায় অনল-নিদ্রা আসি পাশে
লয় কোলে করি, যায় সব জ্বালা,
জুড়ায় হৃদয়, জুড়ায় শরীর
মোহমন্ত্র যোগে মোহিনী রূপসী।

কিন্তু হেরি মম নাহিক নিস্তার,
প্রকৃতি নিয়মে দেখি ব্যভিচার।
শোকে জ্বলে হিয়া নাহি ধূমলেশ,
কেবলি ভিতরে করিছে প্রবেশ
অনল, উপরে নাহি তাপলেশ ;
হৃদয় মাঝারে যাতনা অশেষ—
পুড়েনা, ভাঙ্গেনা, ফাটেনা, টুটেনা,
অসহ্য যাতনা সহেনা, সহেনা ;
প্রাণ মন ছাড়ি দেহের পিঞ্জর
চাহে পলাইতে—অস্থির অন্তর ;
কণ্ঠ চাপি রাখে সুখদ ক্রন্দন ;
আঁখি রোধে বেগে বারি বরিষণ ;
ইন্দ্রিয় নিচয় নিজ কাজ ভুলি
হৃদয় অনল দেয় আরো জ্বালি।
প্রিয়তমে, কোথা দাও দরশন,
বিনা তব প্রেমসুধা বরিষণ
নিবাইতে নারি এ কাল অনল।
পুড়ে যায় প্রাণ-পুড়ে হোক ছাই,

যাই তুমি যথা, ঘুচুক বালাই।

পরক্ষণে মনে ভাবিলাম পুন
তব দরশন নহেত সম্ভব।
তবে কেন আমি ডাকি বার বার
মিটাইতে, হায়, প্রাণের পিয়াসা ?
মনে করি তাই ভুলিব তোমায়,
তব স্মৃতিচিহ্ন হয় অন্তরায়।

তব প্রেমমাখা রূপ নিরন্তর
জাগে হৃদিমাঝে পরম সুন্দর।
সতৃষ্ণ নয়ন, সুমধুর হাসি,
সেই ক্ষীণ তনু নয়নেতে যেন
সতত নিরখি, হেরি বার বার
সাধ নাহি মিটে—বিদরে হৃদয়
ভাবি যবে মনে সব ছায়াময়।
প্রেম নাহি জানে বরণ গঠন,
প্রেম নাহি চিনে বসন ভূষণ,

প্রেমের মুকুরে যে না কভু হেরে,
সে বুঝেনা কভু রূপের গরিমা।
প্রেমছটা যার রূপে নাহি খেলে,
হলেও অপ্সরী সুন্দরী সে নয়।
প্রেম বিরহিত চমকে কেবল
ভুলে প্রেমহারা পশুমতি নর।
শয়নে, স্বপনে আর জাগরণে
তব রূপ, কাজ সতত ধেয়ান।
ফিরি যবে ঘরে তাই আঁখি ঝরে,
নীর ভরে আমি পথ হারা হই।
প্রবেশি যখন ঘরের ভিতর,
বিষাদের ছায়া নেহারি চৌদিকে।
সজ্জা পরিপাটী সব গেছে চলি,
সকলি মলিন, সব একাকার।
একতানে যেন মিলিয়া সকলে
তব শোক গাথা গায় উচ্চৈঃস্বরে।
বসিয়া নীরবে যেন কত ভাবে,
তব শুকপাখী না হেরি তোমায়,

খাদ্য নাহি খায়, চারিদিকে চায়,
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাখী যাইয়াছে ভুলি।

আগেতে যখন শ্রমের কারণ
স্বেদবিন্দু ভালে ফিরিতাম ঘরে,
আপন অঞ্চলে করিয়া যতন
মুছাইতে মোরে, আঁখি ভ'রে মম
মুখ পানে কত থাকিতে চাহিয়া—
হেরি বার বার মিটিত না সাধ।
অচিরে সকলি ফুরাইবে হায়
তাই ভাবি বুঝি নিয়ত আমারে
রাখিতে চাহিতে নয়নে নয়নে।

বিলম্বে যখন ফিরিতাম ঘরে,
বসি একাকিনী কতই ভাবিতে—
অভিমানে সদা ঝরিত নয়ন।
ধরি তব কর মৃণাল কোমল
বসিতাম তব পাশে, প্রিয়তমে,

প্রেম উৎস তব উঠিত উথলি,
স্রোতে অভিমান যাইত ভাসিয়া।
গিয়াছে সেদিন, ফিরিবেনা আর—
ভেঙ্গেছে স্বপন, ভেঙ্গেছে হৃদয়,
বুক ফাটে স্মরি এ দুখকাহিনী।
কাঁদরে, নয়ন, কাঁদ দিবানিশি
তোর সুখশশী গেছে অস্তাচলে।
যতদিন তুই রবি ধরাতলে,
চির অমানিশি বেড়িবে চৌদিকে।

মনে পড়ে কত খাদ্য নানা মত
মোর তরে প্রিয়ে সাজায়ে যতনে
বসি মম পাশে কত প্রিয় ভাষে
মধুর আহারে মিশাতে মাধুরী।
সে মাধুরী তব কোথা গেলে পাব,
বলে দাও মোরে তথা আমি যাব।
মন উচাটন তোমারি কারণ,

দেহ কারাবাসে রহিতে চাহেনা।

ভাবি যবে তব প্রেম অনুপম
মন আঁখি মম নব দৃশ্য হেরে।
হেরি যুগে যুগে সোহাগিনী মোর
আমা ছাড়া তুমি নওত কখন ;
প্রেম ডোরে বাঁধা হৃদয় দোঁহার ;
মরণ জনম করি অতিক্রম
চলে যায় ডুরি—অন্ত নাহি তার ;
কালে কভু তারে পরশিতে নারে।
কত খেলা খেলি মিলিয়া দুজনে ;
কিন্তু মাঝে মাঝে করিতে ছলনা
তেয়াগিয়ে মোরে পালাও পাষাণি।
কখন বা আমি জানিনা কেমনে
যাই তোমা ছাড়ি—মোর তরে কত
কাঁদ দিবানিশি, এখন যেমতি
কাঁদিতেছি আমি হারায়ে তোমায়।
কিছুদিন পরে মিলি দোঁহে পুন,

বিরহ মিলনে মাধুরী মাখায়—
ভুলে যাই দুখ, হৃদয়েতে বহে
সুখ স্রোতস্বিনী মধুর কল্লোলে।
মনে হয় প্রিয়ে না জানি কেমনে
গঠিল বিধাতা এতই সুন্দর,
এতই মধুর হৃদয় তোমার।
ক্ষুদ্র আয়তন দেহ নিকেতন;
জানিনারে বিধি কেমনে তাহায়
নিবেশে প্রণয়, আদি অন্ত যার
নাহি কোথা মিলে, না আসে ধেয়ানে।
পীড়ার তাড়নে হইত যখন
দেহ মন মম বড়ই চঞ্চল,
দেব পাশে কত কাতর অন্তরে
যাচিতে সতত মঙ্গল আমার;
বসি মম পাশে পরম যতনে
তব চারু করে মধুর পরশে
ঢালি সুধারাশি জুড়াইতে জ্বালা।
ভালবাসা নদী হৃদয়েতে ছুটে,

চিন্তাবায়ু কভু উঠিলে তাহায়,
সুধার তরঙ্গ ছুটে চারিদিকে—
পরশে তরঙ্গ মিশাইয়া রয়।
তা'না হ'লে কিসে এত সুশীতল,
এইত মধুর পরশ তোমার।

"কোথায় এসেছি, কোথা চ'লে যাব,
কে আনিল মোরে, ঘোর ভবঘুরে
ঘুরি নিশি দিন—নাহি জানি কেন।
কত কাজ করি ভাবি মনে মনে,
পদে পদে বাধা কেন আসে তায় ?
আধ মন আশা না হয় পূরণ—
কেনরে জানিনা এত বিড়ম্বনা ;
যেন আমি কভু আপনার নয়,
জানিনা কে মোরে হাঁসায় কাঁদায়।
তাই ভাবি মনে "জীবন স্বপন,
জীব ছায়া সম"—এই মতে ধনি

কত যে ভাবিতে—ধরম করম
তাই বুঝি কভু নাহি পাশরিতে ?

এবে মনে হয় মধ্যাহ্ন সময়,
একদিন যবে পূজি পশুপতি
আসিলে নিকটে, কৌতুকের ছলে
বলিনু তোমায় "মনোমত পতি
পরজন্মে শম্ভু দিবেন তোমায়।
তাই বুঝি নিতি হৃদয়ের সনে
পূজ তাঁরে দিয়ে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি।
শুনিয়া বচন আসি মম পাশে
বাঁধি বক্ষ মোর চারু বাহু পাশে,
বদনে বদনে নয়নে নয়নে
মিলায়ে যতনে আদরিণী মোর
বলেছিলে "নাথ, পূজি পশুপতি
তোমার লাগিয়ে—নাহি অন্য সাধ,
জীবনে মরণে জনমে জনমে

যেন তোমা ধনে কভু না হারাই"।

পূজাকালে পাশে বসিয়া তনয়
দেখিত অর্চ্চনা—কেন যে জানিনা
পূজা পেলে শিশু কিছু না চাহিত,
আর সব খেলা যাইত ভুলিয়া।
পূজা শেষে তুমি চুমি মুখতার
গেলে স্থানান্তরে, পুলক অন্তরে
আরম্ভিত শিশু পূজার ব্যাপার।
ল'য়ে কুশী করে ফুল, গঙ্গাজল
ঢালি হর শিরে করিত শীতল।
কভু ধীরে ধীরে যুড়ি দুটী কর,
মুদিয়া নয়ন—কি দৃশ্য সুন্দর—
নত শিরে শিশু করিত প্রণাম।
এখনও যদি কাঁদে শিশু কভু,
"দেখিবে ঠাকুর" বলিলে অমনি
ভুলিবে রোদন, চকিত নয়নে
হরষিত মনে হেরিবে চৌদিকে,

জিজ্ঞাসিবে "বল ঠাকুর কোথায়"।
এহেন তনয় জানিনা কেমনে
ফেলে ভুলে আছ, কে ভুলালে হায়।

বিধি তোর খেলা নারিন্নে বুঝিতে।
জানিনা কেমনে কি গূঢ় সন্ধানে
করমে করমে করিস যোজনা।
গগনে বিহরে তারা গ্রহদল,
তাদের কিরণে লিখিস কেমনে
ভূতল বিহারী জীবের ঘটনা।
সুদূর অম্বরে যেন স্তরে স্তরে
ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান
একে একে সবে দৃশ্য পট সম
যবনিকা মাঝে হয় দৃশ্যমান।
ভালে, করতলে, আঁখির তারায়,
জলে, স্থলে, শূন্যে, নিখিল ভুবনে,
দেখি চারিদিকে শুধু তোর লেখা।
কি শকতি লিপি ধরে নাহি জানি;

ভাবিয়া বিস্ময়ে যাই ডুবে ডুবে।
ধিক্, নর, তোরে, মাতি অহঙ্কারে
আপনা ছাড়িয়া কিছুই দেখনা।
ক্ষুদ্রবীচি যথা পয়োধির জলে,
কিম্বা বালুকণা বিশাল প্রান্তরে,
তেমতি মানব তুমি বিশ্বমাঝে।
কালের প্রবাহ চলে অবিরাম
তৃণ সম তুমি যাও ভেসে ভেসে।
ভাগ্য বায়ু সদা পুত্তলিকা মত
নাচায় তোমায়, সাজ কত সাজ—
কখন ভূপতি হৈম সিংহাসনে,
কভু বা ভিখারী ফের দ্বারে দ্বারে।
কিন্তু যবে পূর্ণ হয় তব কাল,
জীবনের শিখা জলে মিটি মিটি
পীড়ার পবনে, খুলে জ্ঞান আঁখি।
ভবিষ্য ব্যাপার নেহার সম্মুখে,
তরাসিয়া হিয়া কাল ভয়ঙ্করী
মূরতি দেখায়, সব সুখ আশা

ডুবায় অতল জলধির জলে।
জীবনে মরণ হয় সংক্রমণ,
মৃত প্রিয়জন সহ আলাপন
কর দিবানিশি—কিন্তু থেকে থেকে
অলক্ষিতে, হায়, আঁখি তব ঝরে।
সংসারের কথা পড়ে বুঝি মনে,
ফাটে বুক, মুখে কথা নাহি সরে ?
তাই বুঝি, প্রিয়ে, বসি একাকিনী
ভাবি ভাবি কথা হইতে কাতর ;
বিষাদের নিশি ঢাকিত আঁধারে,
কমল সমান তোমার বয়ান
যাহে সুখহাসি খেলিত পুলকে,
ছড়াত আমার হৃদি সরোবরে
সুধা রাশি রাশি কিরণের ছলে ;
ছিল সাধ মনে মুছাব যতনে
বিষাদের কালি, হেরিব আবার
সুখ হাসি রাশি ওচারু বয়ানে।
কিন্তু ভাগ্যদোষে হ'লোনা পূরণ,

মন আশা মম মনেতে রহিল।

গ্রহদোষে হায় না বুঝি তোমায়,
অকারণে কত রোষে, অভিমানে,
বাক্য বিষ বাণে বিঁধেছি হৃদয়—
দিয়েছি, পেয়েছি, কতই যাতনা ;
ফুলমালা ছলে পরায়েছি গলে
পরম যতনে কণ্টকেরি হার।
সে কথা স্মরিলে হৃদয় উথলে
নয়নের বারি নারি নিবারিতে।
কোন প্রিয়জন ব্যথিত অন্তরে
নিন্দিলে আমার মন্দ আচরণ,
বলিতে তাহায় "কপালের দোষ
সকলি আমার, তবে কেন তাঁরে
দোষ বিনা দোষে—দোষ তাঁরে কভু
না হয় সম্ভব। বিগলিত শব
ভাসে স্নগণন, তা'বলে কি কভু
কলুষিত হয় সুরধুনী বারি ?

নিন্দিলে তাঁহারে ব্যথা পাই মনে,
তাঁর মন্দ কথা তুলোনা তুলোনা,
তিনি স্বামী মোর, আমি তাঁর দাসী।”
বিধি রোষে যারে কেবা রাখে তারে—
সুধাংশু কৃপণ হন সুধাদানে,
তারাচয় হাসি হাসে না গগনে
ভুলে যায় পিক মধুমাখা গান,
পাশরে ভ্রমর মধুর গুঞ্জন,
কমলিনী কাঁদে সরসীর নীরে,
মলয়ের বায় ছড়ায় অনল ;
যারে জানি ভাল সেই মন্দ হয়,
মন্দ মন্দতর—সমস্যা বিষম।

পোড়াইতে আরো পোড়া ভাগ্য মোর
কাল রোগ আসি ধরিল তোমায়।
মোহাবেশে যবে ছিলে অচেতন,
ছায়ারূপ কত দেখিলে সম্মুখে।
কেহ আসি ধরি জননী মূরতি

ডাকিল তোমায়, বাল্য সখী রূপে
আসিয়া কেহবা কানে কানে কথা
কতই কহিল—মোহে, ভয়ে তুমি
উঠিলে চমকি ; কভু বা আবার
হাসি হাসি মুখে মধুর বচনে
আলাপিলে ছায়া প্রিয়জন সনে।
তখন ভাবিনু বিফল যতন,
বৃথা আয়োজন বাঁচাতে তোমায়।
তৈলহীন দীপ দ্বিগুণ যেমন
নিবিবার আগে উঠে উজলিয়া।
তেমতি লো তব জীবনের আশা
হৃদি মাঝে মোর জাগাইলে পুন।
কমিল পীড়ার দাপ, ছাড়ি শয্যা
উঠিয়া বসিলে, মধুর বচনে
বলিলে আমায় "আশা হয় এবে
তোমা ছাড়ি নাথ কোথাও যাব না ;
দিবা নিশি জাগি রোগের কারণ
হ'য়েছ মলিন—অভাগিনী আমি

কত মতে সদা জ্বালাই তোমায়।
পোড়া লজ্জা আসি খায় মোর মাথা।
বলি বলি ভাবি বলিতে পারি না।
ধরি চারুকরে কোমল পরশে
জুড়াও শরীর—পলাইবে ব্যাধি"।
রোগে জর জর ক্ষীণ তনুখানি
ধীরে ধীরে আমি ধরিনু যতনে।
কহিলে আমায় "রোগহীন এবে
দেহ, নাথ, মম তোমার পরশে।
জানিনা কেমনে ছাড়িয়া তোমারে
থাকিব তিলেক—তাই ভাবি মনে"।
রাহু যথা গ্রাসে পূর্ণিমার শশী,
কালরোগ পুন করিল বিক্রম,
হরিল শকতি, হরিল বচন।
ধীরে নীর তব নয়নে বহিল—
শুকাইল হায় সাধের কুসুম।

"বল দেখি প্রিয়ে, পরশিয়ে যবে

হিম অঙ্গ তব উঠিনু শিহরি,
শিরায় শিরায় জমিল শোণিত,
হারাইনু দৃষ্টি, শ্রবন, বচন,
পড়িনু ভূতলে মোহে অচেতন,
বল দেখি, প্রিয়ে, সে দশা আমার
নিরখি কেমনে রহিলে নীরবে ?
মোহভঙ্গে যবে হেরিনু সভয়ে
ঘুরিতেছে বেগে এ বিশ্ব সংসার ;
ভূধর, প্রান্তর, আকাশ, পাতাল
একাকারে সবে হয়ে বিচূর্ণিত
ভৈরব আরাবে পড়িছে খসিয়া,
বল দেখি, প্রিয়ে, সেই ক্ষণে তুমি
ছাড়িয়ে আমারে রহিলে কেমনে ?
শিশু সুকুমার কিছুই জানেনা—
যবে নিদ্রাভঙ্গে ডাকি মা মা বলে
উঠিল কাঁদিয়া, বল দেখি, প্রিয়ে,
শুনি মর্ম্মভেদী শিশুর ক্রন্দন
কেননা গলিল হৃদয় তোমার ?

জানিত কোমল হৃদয় তোমার।
এতেক বলিয়া ক্ষীণতনুমন
লভিতে বিরাম হইনু শয়ান।
কতক্ষণে শেষে জুড়াতে যাতনা
নিদ্রা স্নেহময়ী দিলা দরশন।
ঘুম ঘোরে অঙ্গ হইল অবশ
হেরিলাম এক অপূর্ব্ব স্বপন।
আদরিণী মোর বসি মম পাশে
ধীরে কানে কানে কত কথা ছলে
ঢালি দিল সুধা—সুধার পরশে
মাতিল হৃদয়; বুঝিলাম ভবে
কিছু না নশ্বর, কিছু নাহি যায়।
কোটী কোটী বার হৃদয় পাতিয়ে
বিভুর চরণে করিনু প্রণাম।

স্বপনে প্রেয়সী কহিল বচন।—
কেন, নাথ, তুমি ডাক বার বার
তোমা ছাড়া দাসী কিছু ত জানে না।

ছায়া সম দেহ মিশেছে ছায়ায়
সদা হিয়া মম বাঁধা তব পায়।
দেহ ঠুলি ঢাকা হিয়া আঁখি তব
তাই মোরে, নাথ, না পাও দেখিতে।
তুমি এত কাঁদ—বড় বাজে মোর,
তব আঁখি নীর অগ্নি শিখা সম
দহে মোরে পশি মরমে মরমে।
কিন্তু হেরি যবে আঁখিনীর ছলে
শোক তব দূরে যায় পলাইয়া,
গগনের চাঁদ পাই যেন হাতে,
পলায় যাতনা—ভাসি সুখনীরে।

ব্যোম মাঝে ধ্বনি উঠিলে যেমতি
প্রতিধ্বনি তার উঠে দিকে দিকে।
তেমতি দোঁহার হৃদয় যুগলে
(বাঁধা চিরদিন প্রেমের বন্ধনে)
ধ্বনি প্রতিধ্বনি উঠিছে নিয়ত।
তাই তব সুখে সুখী এত আমি

দুখ হেরি ক্ষোভ উপজে অন্তরে।
ইচ্ছা হয় বসি গিয়া তব পাশে
মুছাতে তোমার কমল নয়ন।
অশ্রুহিমপাতে পাছে সে কমল
হয় আভাহীন; ও চারু বয়ানে
হেরিয়া কালিমা—নিষ্কলঙ্ক চাঁদে
কলঙ্ক যেমতি—পাই বড় ব্যথা।
পারি না যে, হায়, নাহ'লে এখনি
সাহসের বারি লাগায়ে যতনে
ধুইতাম কালি; হেম কান্তি তব
হয়েছে মলিন—কি বলিব, হায়,
পারিতাম যদি তা হ'লে এখনি
যত্ন অঙ্গরাগে মিশায়ে সোহাগ
তুলিতাম মলা—অভাগিনী আমি।
দেহ নাই মম, তাই দেহে তব
নাহি অধিকার; কিন্তু চিত মম
নহে, নাথ, এবে ঘুমে অচেতন।
তাই নিশাকালে ধরি ছায়া বেশ

কতদিন কত স্বপনের ছলে
দেখা দি তোমায়, কহি কত কথা,
জুড়াতে তোমার তাপিত হৃদয়।
কিন্তু ভাগ্যদোষে নিদ্রাভঙ্গে, হায়,
স্বপনের কথা যাও সব ভুলি।
এখনি প্রাণেশ হইবে স্মরণ—
একদিন যবে স্বপন আবেশে
ঘুরি পথে পথে আমারি কারণ
তরু, লতা, পাখী যাহারে পাইলে
জিজ্ঞাসিলে একে একে সবাকারে
"ব'লে দাও কোথা আছে সে আমার
যা চাহিবে দিব না হবে অন্যথা,
প্রতারণা আমি কভু নাহি জানি।"
বড়ই নিঠুর, তাই তারা কেহ
কহিল না কথা, ফিরে না চাহিল।
ধীরে ধীরে ভেদি নিরাশা তিমির
উঠেছিল তব মানস গগনে
যেই আশা চাঁদ, হেলার জলদ

ঢাকিল তাহায়, বাড়িল আঁধার।
বলেছিলে তখন আর কারো সনে
কহিবে না কথা—মুদিলে নয়ন।
শোক স্রোত আর নাহি বাহিরিল
হৃদয় সরসি উঠিল উথলি।
হেন কালে নাথ আসি তব পাশে
দাঁড়াইনু আমি—ঢাকা ছিল বাসে
বদন আমার—আগমনে মোর
খুলিলে নয়ন, নেহারিলে মোরে,
বাসে ঢাকা মুখ চিনিতে নারিলে।
ধীরে ধীরে আমি খুলিনু বয়ান,
হেরি প্রেমভরে রসনা তোমার
হইল বিকল—সরিল না কথা।
ক্ষণপরে মোরে চারুবাহুপাশে
বাঁধিলে প্রাণেশ, মুখপানে মোর
চাহিলে, নয়ন মুদলে আবার।
বলিলাম, "নাথ, কেন কর ভয়,
দাসী তোমা ছাড়া কখন ত নয়।

যা বলিবে নাথ, করিব সকলি
মনে করি সদা—করিতে না পারি”
হেন কালে তব ভাঙ্গিল স্বপন,
ধীরে নীর ধারা নয়নে বহিল।

মনে পড়ে এবে নিশার সময়
একদিন যবে নিদ্রায় মগন
স্বপন আবেশে কহিলে অন্তরে
“জানি না কেন যে কি পাপে আমার
নারিনু চিনিতে প্রাণ ধনে মোর—
কাচভ্রমে পদে ঠেলিনু রতন।
ইচ্ছা হয় যদি কভু তারে পাই—
বিদারিয়া দেহ দেখাই তাহারে,
শিরায় শিরায় মজ্জায় মজ্জায়
শুধু তার ছবি রহিয়াছে লেখা।”
না হইতে শেষ বচন তোমার
অলক্ষিতে আমি ধীরে দুটী করে
আবরিনু তব নয়ন যুগল,

পরশেতে নাথ চিনিলে অমনি।
যায় যবে রাহু ছাড়িয়া চন্দ্রমা,
মলিনতা মাঝে মরি কিবা শোভে
রজত কিরণ, ভাতিল তেমতি
চারুহাসি তব মলিন অধরে।
ধরি দুটী কর কহিলে আমায়
"চিনেছি, চিনেছি, থাক পাশে পাশে
তবে কেন দেখা না দাও, পাষাণি ?"
বসাল আমায় আপনার পাশে।
কহিনু তখন "হয় কি স্মরণ—
অচিরে মরণ হইবে আমার—
একথা যখন উঠিত মানসে,
কহিতাম, বল, কেমনে ফেলিয়া
তোমারে, প্রাণেশ, আর সুতগণে,
কোথা চলে যাব—কেমনে রহিব,
হই নিশি দিন ভেবে ভেবে সারা।"
শুনি কথা মম পেতে মনে ব্যথা,
বলিতে "জানি না কেন অমঙ্গল

ভাব হেন তব উপজে অন্তরে।
থাকে মন পাখী দেহের পিঞ্জরে,
ভাঙ্গিলে পিঞ্জর পাখী উড়ে যায়।
কিন্তু পোষাপাখী ফিরে আসে পুন,
মনের হরষে উড়ে চারি পাশে।
ধরিতে যাইলে পাখী উড়ে যায়
ফিরিলে আবার পিছে পিছে ধায়।
তেমতি মরণে জেনো, সুবদনি,
পোষাপাখী সম খেলিবে উল্লাসে।
মন আঁখি দিয়া দেখিতে শিখিলে
যখনি বাসনা, দেখিব তোমায়।"
মন আঁখি দিয়া জানত দেখিতে।
তাই দূরে, নাথ, থাকিতে যখন
গৃহ লাগি মন হ'লে উচাটন
শয়নের কালে ভাবিতে ভাবিতে
করিতে শয়ন, স্বপন আবেশে
নেহারিতে সব, তবে কেন এবে
মোর লাগি এত ভাবনা—যাতনা?

যখনি বাসনা, দেখিও স্বপনে
দাসী চিরদিন বাঁধা তব পায়

এক দিন যবে নিশীথ সময়
ঢালি সুধারাশি কিরণের ছলে
উদিল চন্দ্রমা সুনীল গগনে,
সুধাপানে বিশ্ব হলো মাতোয়ারা।
মদে ঢলঢল তারকা নিচয়
মুদিল নয়ন, খুলিল না আর।
মদভরে পিক গাইল মধুর,
প্রতিধ্বনি তার গাইল চৌদিকে।
বহিল পবন মৃদুল হিল্লোলে,
মিশি তার সনে সুধাকর সুধা
হইল শীতল, বাঁধিল জমাট ;
তাই ফুল কুল হাসি হাসি মুখে
গুচ্ছে গুচ্ছে যেন উঠিল ফুটিয়া॥
সুধা ধবলিত সুরধুনী বেড়া
পরিল নগরী মুকুতার মালা।

সুধারাশি পড়ি সরসির জলে
উজলিল সব রজত আভায়।
মলয় অনিল ঘটাল প্রমাদ ;
জলের তরঙ্গে শত শত চাঁদ
আসি দেখা দিল—সলিল তখন
গরবে মাতিয়া কহিল অম্বরে,
"শুধু এক চাঁদে এতই বড়াই,
হের শত চাঁদ খেলে হৃদি মাঝে।"
কুমুদিনী ধনি পতি নিরখিয়া
উল্লাসে নয়ন নাহি ফিরাইল।
বসুধা বাঁধিল সুন্দর কবরী
চাঁদ ফুল পাশে তারা হীরা রাশি
বসায়ে ঢাকিল চিকন চিকুর।
হেন কালে, নাথ, শয্যা পরিহরি,
আসি বাতায়নে হেরি সুধাকরে,
নমি তাঁর পদে কহিলে বচন
"সুধাকর নাম সার্থক তোমার।
বিলাইতে সুধা তাই বুঝি, দেব,

কখনই তুমি না হও কাতর।
কিন্তু এক কথা নিবেদি চরণে
"তোমা সম দেব আছিল আমার
সুধাকর এক মানস আকাশে।
পোড়া ভাগ্য দোষে হারায়েছি তায়,
খুঁজিয়াছি কত, না হেরি তাহারে
হইয়াছি আমি পাগলের পারা।
কাঁদিয়াছি কত—কেঁদে কেঁদে আঁখি
শুকায়েছে এবে, নাহি ঝরে জল।"
এতেক বলিয়া মুদিলে কবাট,
মুদিলে নয়ন—ঘুমের আবেশে
ভুলিলে সকলি; বসিয়া শিয়রে
লইলাম কোলে মস্তক তোমার।
প্রেমে হিয়া মম উঠিল উথলি,
অধরে অধরে মিলাইয়া তাই
চুমিনু তোমায়—মেলিলে নয়ন,
সুমধুর হাসি শোভিল অধরে।
এহেন স্বপন কেন যে প্রাণেশ

ভুলে যাও তুমি বলিতে পারি না।

আর এক কথা কহিব কেমনে
স্মরিলে এখনো প্রাণে ব্যথা পাই।
তুচ্ছ সে কারণ যার লাগি. নাথ,
এক দিন বড় হইলে নিদয়।
পরুষ বচনে বিন্ধিলে আমায়
যাতনাতে প্রাণ হইল অস্থির।
নারিনু সহিতে, ভাসি আঁখি নীরে
কত যে কাঁদিনু,—নিঠুর পরাণে
বাজিল না হায়—ভ্রুকুটী কুটিল
হেরি মুখ তব কাঁপিনু সভয়ে।
ক্ষণ পরে তব রোষ গেল দূরে,
চাঁদ মুখে সুধা বরষিলে পুন।
ধরি মোরে করে কোমল পরশে
কহিলে বচন "গ্রহ বৈরী যার,
পিছে পিছে তার ফিরে অমঙ্গল
তাই অকারণে দিলাম তোমায়

দারুণ যাতনা, মোহাবেশে, হায়
দলিনু চরণে শিরীষ কুসুম।
দিয়েছি যে ব্যথা হৃদয়ে তোমার
তার প্রতিঘাত হের হৃদে মম।”
এতেক বলিয়া হইলে নীরব
অবিরাম ধারে ঝরিল নয়ন।
তদবধি নাথ হেরেছি তোমায়
মাঝে মাঝে যেন কত ম্রিয়মান।
স্মরিয়ে আমার রোদনের কথা
হৃদে পাও ব্যথা, কাঁদ বার বার।
এক দিন যবে স্বপন আবেশে
স্মরিয়ে আমার রোদনের কথা
কাঁদিলে প্রাণেশ—ব্যথিত অন্তরে,
আসিয়ে নিকটে পরম যতনে
মুছাইনু তব নয়নের নীর।
বলিলাম “কেন সে পোড়া রোদন
বার বার, নাথ, মনে আসে হায়।
মাথা খাও মোর, ভুলে যাও সব—

জানিতাম যদি একবার কেঁদে
এত বার হায় কাঁদাব তোমায়।
তা'হলে, প্রাণেশ, অভাগিনী তব
কভু না কাঁদিত।" হেনকালে ঘুম
ভাঙ্গিল তোমার, শয্যা পরিহরি
বিস্ময় নয়নে হেরিলে চৌদিকে।
এই মতে, নাথ, কত শতবার
আসি তব পাশে, দেখা দি তোমায়
তোমারে তিলেক ছাড়ি না কখন
ছায়াসম পাছে ফিরি নিরন্তর।
চিন্তা মেঘ যবে উঠি চিদাকাশে
হাসে মৃদু মৃদু বিজলির হাসি—
বিজলির ছটা ছুটে চারি পাশে—
সে ছটায় খোলে হৃদয়ের আঁখি,
হেরে নব দেশ, নূতন মুরতি,
নূতন ব্যাপার—নূতনের কোলে
থেকে থেকে যেন পুরাণ মিশান।
তাই শোকাকুল চিতে, নাথ, যবে

হও চিন্তা সহ নিদ্রায় মগন,
নেহার স্বপনে ছায়ারূপ মম—
নূতনের মাঝে পুরাণ মিশান।

হেরি দুখ তব আমারি কারণ
একে একে কত কথা পড়ে মনে ;
যে দিন বিদায় লইল অভাগী—
স্মরিলে এখনো কাঁদে হিয়া মম—
জনমের তরে ত্যজি প্রাণ সম
পুত্রগণে আর তোমায়, প্রাণেশ ;
দেখিনু যখন কাল নিরমম
আমার সাধের আশা অট্টালিকা
কত দিন ধরি মনোমত করি
গড়েছিনু যায় রম্য উপাদানে
চরণ প্রহারে করিলেক চূর ;
নেহারিনু যবে সুখের গগনে
শত ধুমকেতু আসি দেখা দিল,
ঘোষিল চৌদিকে অশুভ বাজনা ;

একে একে তারা পড়িল খসিয়া ;
সুখশশী গেল চির অস্তাচলে,
ভয়ঙ্করী নিশি ঘেরিল আমায়,
সেই ক্ষণে, নাথ, কত যে যাতনা
পেয়েছিনু আমি মরমে মরমে
বাখানিতে নারি—মরণ যাতনা
মরণ সমান. নাহি তার তুলা।
একা আমা লাগি কাঁদ নিশিদিন ;
বল দেখি, নাথ, তবে কতক্ষণ
কাঁদিবে অভাগী হারায়ে তোমায়,
পুত্রগণে আর যতেক স্বজনে ?
কেন, নাথ, হেরি আঁখি ছল ছল ?
শুনি দুখিনীর দুখের কাহিনী
হ'য়ো না কাতর—কখন নিদয়
নহেন বিধাতা—যত ক্ষণ থাকে
চপলার হাসি, ততক্ষণ মম
আছিল যাতনা ; অচিরে যাতনা
যাতনা মন্দির মম. দেহ সহ

জনমের মত লইল বিদায়।
মুক্তি লাভ কালে কয়েদী যেমন
কারাকাণ্ড যত একে একে সবে
ছায়াবাজি মত মানসের পটে
নেহারি নিমিষে হয় বিচলিত;
কিন্তু পরক্ষণে হ'লে মুক্তি লাভ
কারাদুখ যত যায় পাশরিয়া;
তেমতি, প্রাণেশ, মরণ সময়
একে একে যত জীবন ব্যাপার
উঠিল মানসে—হইনু বিকল।
পরক্ষণে দেহ ছাড়ি গেল মোরে
পাশরিনু যত জীবনের দুখ,
ভাসিলাম সুখ পয়োধির নীরে।
বিজলি যেমন ব্যাপি ব্যোমময়
থাকে লুকাইয়া—কেহ নাহি দেখে
যদবধি তার না হয় বিকাশ;
তেমতি মানস* ব্যাপি বিশ্বময়

* পদ্যের অনুরোধে "মন" ও "মানস" এই দুইটী কথা কথন আত্মা

থাকে লুকাইয়া—কেহ নাহি দেখে
যদবধি তার জীবদেহ মাঝে
না হয় বিকাশ; দেহ দুখময়—
দেহ গেলে হয় দুখ অবসান।
যার নাহি দেহ কিবা দুখ তার!
দেহ সহ যায় দেহ সহচর—
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ষড় রিপু,
ভয়, হিংসা, দ্বেষ, মান, অভিমান।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধি কিছু নাহি যার,
কি ভাবনা, বল, কি অভাব তার?
দুখে কভু তারে পরশিতে নারে।
তাই নর যবে দুখের পীড়নে
মরমে মরমে হয় জ্বালাতন,
স্মরি কোন বলে, কেমনে জানিনা,
মরণের কথা, কহে অকস্মাৎ
"হয় না মরণ, মরিলে জুড়াই।"

ও বুদ্ধি এবং কথন বা আত্মা, বুদ্ধি ও উচ্চ মনোবৃত্তি সমূহ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে।

দয়া,ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, ভালবাসা—
শত শত ফুল ফুটে আলো করে
মানস কানন, সৌরভে আমোদ
করে দশ দিক—গড়িল বিধাতা
এই ফুল রাশি কোন উপাদানে,
কেমনে জানিনা—ভানুর কিরণে,
হিমপাতে কিম্বা বরিষার ধারে
কভু তার শোভা না হয় মলিন,
সৌরভ সমান ছুটে চিরদিন।
ভানুকর যথা মেঘের আড়ালে
নাহি যায় দেখা, কিম্বা আধ আধ
হয় দৃশ্যমান, তেমতি প্রণয়,
দয়া, ভক্তি, জ্ঞান—মানস-কুসুম
যবে থাকে ঢাকা দেহ আবরণে,
আধ আধ আভা হয় দরশন।
কিন্তু আবরণ চ'লে যায় যবে
পূর্ণ আভা তার নিয়ত উজলে।
এবে, নাথ, বাস করি যেই পুরে

নহে সেই স্থান অবনীর মত।
কোন উপাদানে গড়িয়াছে বিধি
কিছু নাহি জানি—বাষ্পময় কিম্বা
কি বলি জানিনা, যেন ফাঁকা ফাঁকা—
কি এক রকম, অথচ সুন্দর,
অতি মনোহর—ব্যাখানিতে নারি।
স্বপনে যথায় বিচরে মানব
জ্ঞান হয় যেন সেই স্থান মত;
কিন্তু ঠিক নহে—নাহি তাহে কিছু
দেহ অধিকার—হিংসা, দ্বেষ, লোভ,
ঘৃণা, অভিমান নাহি সেই পুরে।
হয় যদি ধরা কোটী জ্যোতির্ম্ময়
তারা গ্রহ যুত, করিলে তুলনা
দেখায় নিবিড় আঁধার সমান।
সে আঁধারে আঁখি না পারে পশিতে
সুখের সদনে এই পুরে মন
ভক্তি, দয়া, প্রেমে হ'য়ে বিজড়িত
পাশরিয়া যত জীবন যাতনা

নিয়ত ঘুমায়। ধরিত যে আশে
ধরায় জীবন, নেহারে নিয়ত
সুখের স্বপনে সেই আশা তরু
দিব্য ফল ফুলে শোভিছে সুন্দর।
প্রাণ সম পুত্র, পতি, প্রিয়জন
হেরে সবে সুখে ঘেরেছে তাহায়।
হেন মতে কত বর্ষ শত শত
বাস করে মন এই সুখ পুরে,
দুখলেশ নাহি ভুঞ্জে একবার।

শুনিয়াছি নাকি যতই ধরায়
মন পাখী বসি দেহের পিঞ্জরে
গায় জ্ঞান, দয়া, ভক্তি প্রেমগান,
ততই তাহার আনন্দ উথলে
মরণের পর। কিন্তু যদি পাখী
ভুলি সেই গান ধরে অন্য বুলি,
গায় দিবিনিশি বড়ই কর্কশ
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা জঘন্য সংগীত,

সুখবারি কভু পরশে না তায় ;
পশু মত রহে মরণের পর—
স্বপ্নহীন ঘোর নিদ্রায় মগন।

কিসের লাগিয়া জানি না যে বিধি
বার বার ভবে পাঠায় মানবে।
জ্ঞান হয় বুঝি শিখাইতে তায়
"সকলি আপন, কেহ নহে পর।"
তাই জায়াপতি, অপত্য জননী,
সোদর ভগিনী প্রাণের সমান
হেরি বাঁধা ভবে প্রেমের বন্ধনে ;
দুই মিলে এক মধুর মিলন।
দুই মিলে মিল এতই মধুর,
জানি না তখন কতই মধুর
যে মিলে এবিশ্ব হয় একাকার।
কিন্তু ভবধাম সুখ দুঃখময়।
সুখের কমল ফুটে আলো করে
ভব সরোবর—তাহে অনিবার

বিপদ কুম্ভীর দিতেছে সাঁতার,
যে আসে নিকটে গরাসে তাহায়।
যদি ভাগ্যে কেহ এড়ায়ে তাহারে
পরশে কমল, মৃণালে কণ্টক
বিন্ধিয়া মরমে দেয় বড় ব্যথা।
তাই হেরি ভবে কভু সুখ আশা
না হয় পূরণ ; বিধি দয়াময়—
পুরাতে সে আশা, মরমের ব্যথা
জুড়াইতে সুখসলিল সিঞ্চনে
পাঠান মানবে এই সুখপুরে।
কিন্তু চিরদিন সমান না যায়
সুখ পুরে বাস হয় অবসান—
ভেঙ্গে যায় ঘুম, সুখের স্বপন।
আসিয়ে তখন কর্ম্ম দূতগণ
পালিতে অলংঘ্য করম আদেশ
ল'য়ে যায় নরে মনোমত পুরে—
কর্ম্ম-লীলা ভূমি এ ভব সংসারে।
পূরব জনমে যতেক করম

করেছিল নর, একে একে সবে
মানসের পটে আসি দেখা দেয় ;
দেখায় কি হবে জনমিলে পুন ;
অতীতের সহ ভবিষ্য মিশায়।
কি ছিল, কি হলো, কি হইবে পুন
এই চিন্তা মনে জাগে অনুক্ষণ,
নেহারে সম্মুখে অবিরাম গতি
সুখ পরে দুখ, দুখ পরে সুখ,
চক্রনেমি সম ঘুরিছে নিয়ত।
তাই হেরে কভু অদূর জীবনে
পতি, পত্নী, সুত, জনক, জননী
সোদর, ভগিনী, কন্যা, পরিজন
নব সাজে সবে হ'য়ে সুসজ্জিত
অঙ্গুলি বাড়ায়ে ডাকিছে তাহায়।
বলিতেছে কেহ "এস হৃদে, নাথ,
বহুদিন পরে দেখা তব সনে,
তব আশে সদা আছি পথ চেয়ে।
বলিতেছে কেহ "তোমার লাগিয়ে

সারাদিন আমি ভেবে হই সারা,
এস পাশে মম, প্রাণ মরুসম
পূরিবে এখনি প্রণয় পীযূষে।"
বলিতেছে কেহ "কেমন করিয়া
এত দিন, মাতঃ, ফেলে আছ ভুলে
এস, কোলে লও, ডাকি মা মা বলে"।
এই রূপে যত আত্ম পরিজন
সাদরে কতই বলিতেছে কথা।

ধন, জন, মান—সুখ সহচর
ভৃত্যভাবে সদা সেবিছে তাহায়।
কভু বা আবার হইছে বিকল
হেরি দুখময় দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
বিপদ কণ্টক বিদ্ধিছে তাহায়
বহিতেছে গায় রুধিরের ধারা।
ধন, জন, মান হারায়ে সকলি
ঘোর ভবঘুরে ঘুরিছে নিয়ত।
হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা পিশাচ নিকর
প্রকটি বিকট দশনের পাঁতি

আসিতেছে যেন গরাসিতে তায়।
পরক্ষণে হেরে দৃশ্য মনোহর—
এভব কাননে সারি সারি সারি
দয়া, ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, ভালবাসা
সুন্দর কুসুম ফুটেছে কতই।
তার মধ্যস্থলে মানস গোলাপ
উজলিছে মরি অরুণ আভায়।
গন্ধে আমোদিত হয় দশদিক,
যে আসে নিকটে ভুলে যায় সব,
হৃদয়েতে হয় অমিয় সঞ্চার।
দুষ্ট দুখ অলি বসেনা সে ফুলে,
পরশিলে মরে—পতঙ্গ যেমন
মরে প্রজ্বলিত অনল শিখায়।

ভেঙ্গে গেলে ঘুম স্বপনের কথা
না হয় স্মরণ—শুধু আধ আধ
ছায়া তার আসি দেখা দেয় চিতে
তাই শিশু যবে ঘুমে অচেতন

স্মরি সুখপুর সুখের কাহিনী
মধুমাখা হাসি হাসে কতবার।
তাই মরচিতে বিপদে সম্পদে
বাঁধা থাকে সুখ আশা সর্ব্বক্ষণ ;
তাই ভ্রমি যবে সংসার ভিতর
হেরি কত শত নব নব স্থান,
জ্ঞান হয় যেন কত পুরাতন
যেন কতবার এসেছি তথায় ;
কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা—কি যেন জানিনা
হারায়েছি তথা খুঁজে নাহি পাই।
কে যেন আসিয়ে কহিতেছে কানে
"ভাবনা কি—ফিরে পাবি গুণমণি।
নববেশে আসি পুন এই ভবে
নূতন মূরতি প্রাণপতি-সনে
মিলিবি আবার—হৃদয়েতে প্রেম
বহে চিরদিন—হৃদয় দোঁহার
নব পূর্ব্ব প্রেমে হবে বিগলিত।
পুরাণে নূতনে নূতনে পুরাণে

হইবে অপূর্ব্ব মধুর মিলন।
ভক্তি প্রেম জ্ঞানে হইবি বিভোর,
রবি সুখে ভবে, কভু দুখ-হ্রদে
ডুবিবি না আর।"   পরিহর, নাথ,
যতেক ভাবনা, দেহ ধরি পুন
বসি তব পাশে সেবিব তোমায়,
নয়নে নয়নে রাখিব নিয়ত;
মুদিলে নয়ন পাছে বা হারাই
এই ভয়ে আর মুদিব না আঁখি।
মিলি এক সাথে মানসে মানসে
এস বিধি-পদে করি প্রণিপাত।